كتاب الجنائز : জানাযা পর্ব

1- حدثنا علي بن معبد، قال: ثنا محمد بن جعفر المدائني، قال: ثنا شعبة، عن عيينة بن عبد الرحمن، عن أبيه قال: كنا في جنازة عبد الرحمن بن سمرة، أو عثمان بن أبي العاص، فكانوا يمشون بها مشيا لينا قال: فكان أبو بكرة انتهرهم ورفع عليهم صوته وقال: لقد رأيتنا نرمل بها مع النبي

الْأَسْئِلَةُ الْمُلْحَقَةُ مَعَ الْأَجْوِبَةِ

1- ما المقصود بـ "المشي اللين في الجنازة؟ وهل هو الأفضل؟
2- لمانا أنكر أبو بكرة على من يمشون مشيا لينا في الجنازة؟
3- ما معنى نرمل بها مع النبي (ص) "؟ وما دلالته؟
4- هل يدل الحديث على أن الإسراع في الجنازة سنة؟ ولماذا؟
5- كيف نفهم اختلاف الصحابة في طريقة المشي بالجنازة؟ وهل هو اختلاف تنوع أم تضاد؟
6- ما الحكمة من الإسراع بالجنازة في ضوء السنة النبوية؟
7- هل يجوز تغيير طريقة المشي بالجنازة حسب حال الميت أو أهل الميت؟ ناقش ذلك ـ
8- كيف يمكن التوفيق بين المشي اللين والمشي السريع في الجنازة من حيث الأدب والاتباع؟

হাদিসের ব্যাখ্যামূলক অনুবাদ

মূল হাদিস:

حدثنا علي بن معبد، قال: ثنا محمد بن جعفر المدائني، قال: ثنا شعبة، عن عيينة بن عبد الرحمن، عن أبيه قال: كنا في جنازة عبد الرحمن بن سمرة، أو عثمان بن أبي العاص، فكانوا يمشون بها مشيا لينا قال:

فكان أبو بكرة انتهرهم ورفع عليهم صوته وقال: لقد رأيتنا نرمل بها مع النبي.

১. المأخذ (সংকলন তথ্য):

আলোচ্য হাদিসটি জানাজার খাটিয়া বহনের গতি বা পদ্ধতি সংক্রান্ত একটি গুরুত্বপূর্ণ বর্ণনা। এটি ইমাম আবু জাফর তাহাবি (রহ.) তাঁর বিখ্যাত গ্রন্থ 'শরহু মাআনিল আসার' এবং ইমাম নাসায়ি (রহ.) তাঁর সুনানে নাসায়ি গ্রন্থে সংকলন করেছেন। হাদিসটির সনদ বিশুদ্ধ (সহিহ)।

২. مناسبة الحديث (হাদিস প্রসঙ্গ):

জানাজার খাটিয়া নিয়ে চলার সময় ধীরগতি অবলম্বন করা বা জাঁকজমকপূর্ণ ভাব দেখানো ইহুদি ও খ্রিস্টানদের প্রথা ছিল। সাহাবিদের যুগে কোনো কোনো জানাজায় মানুষকে ধীরগতিতে চলতে দেখে বিশিষ্ট সাহাবি হযরত আবু বকরা (রা.) তা অপছন্দ করেন এবং রাসুলুল্লাহ (সা.)-এর সুন্নাহ তথা দ্রুত চলার কথা স্মরণ করিয়ে দেন। এই সংশোধনী ও সুন্নাহর পুনরুজ্জীবনই হাদিসটির প্রেক্ষাপট।

৩. ترجمة الحديث مع التوضيح (হাদিসের ব্যাখ্যামূলক অনুবাদ):

অনুবাদ: আলী ইবনে মা'বাদ (রহ.) ... উয়াইনা ইবনে আবদুর রহমান (রহ.) তাঁর পিতা থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন: আমরা আব্দুর রহমান ইবনে সামুরা অথবা উসমান ইবনে আবুল আস (রা.)-এর জানাজায় উপস্থিত ছিলাম। তখন লোকেরা জানাজার খাটিয়া নিয়ে খুব ধীরগতিতে (আস্তে আস্তে) চলছিল। তিনি বলেন: তখন হযরত আবু বকরা (রা.) তাদের ধমক দিলেন এবং তাদের ওপর উচ্চস্বরে আওয়াজ করে বললেন: "আমি আমাদের দেখেছি যে, আমরা রাসুলুল্লাহ (সা.)-এর সাথে জানাজা নিয়ে 'রমল' করতাম (দ্রুত চলতাম)।"

ব্যাখ্যা:

- **মশিয়ান লাইয়িনান (ধীরগতি):** এখানে 'লাইয়িন' দ্বারা অলস মন্থর গতি বা অহংকারের সাথে ধীরে চলা বোঝানো হয়েছে।

- **নারমুলু (রমল করা):** 'রমল' শব্দের আভিধানিক অর্থ হলো ছোট কদমে দৌড়ানো বা কাঁধ দুলিয়ে জোরে হাঁটা (যেমন হজ্জে করা হয়)। তবে জানাজার ক্ষেত্রে ফকিহদের মতে এর অর্থ হলো 'ইসরা' বা স্বাভাবিকের চেয়ে দ্রুত হাঁটা, দৌড়ানো নয়। আবু বকরা (রা.) ধীরগতির প্রতিবাদে এই শব্দটি ব্যবহার করেছেন।

৪. الحاصل (সমাপনী):

জানাজা নিয়ে চলার সময় অলসতা বা ধীরগতি বর্জনীয়। সুন্নাহ হলো 'দ্রুত হাঁটা' (ইসরা)। তবে এই দ্রুততা যেন এমন না হয় যা মৃতদেহকে ঝাঁকুনি দেয়।

সংশ্লিষ্ট প্রশ্ন ও উত্তর (الْأَسْئِلَةُ الْمُلْحَقَةُ مَعَ الْأَجْوِبَةِ)

১. জানাজায় "ধীরগতিতে চলা" (المشي اللين) বলতে কী বোঝানো হয়েছে? এবং এটি কি উত্তম? (ما المقصود بـ "المشي اللين في الجنازة؟ وهل هو الأفضل؟)

উত্তর:

'মশিয়ান লাইয়িনান'-এর অর্থ:

হাদিসে উল্লিখিত "আল-মশিয়ুল লাইয়িন" (المشي اللين) বা ধীরগতিতে চলা বলতে এমন হাঁটা বোঝানো হয়েছে, যাতে কোনো তাড়াহুড়ো নেই, বরং এক ধরনের আভিজাত্য, গাম্ভীর্য বা অলসতা প্রকাশ পায়। এটি অনেকটা রাজকীয় শোভাযাত্রা বা ইহুদি-খ্রিস্টানদের ধর্মীয় মিছিলের মতো, যেখানে তারা শোক প্রকাশের জন্য কৃত্রিমভাবে খুব ধীরে পা ফেলে। তৎকালীন সময়ে কিছু লোক মৃতের সম্মান দেখানোর নামে এই ধীরগতি অবলম্বন করেছিল, যা মূলত সুন্নাহর পরিপন্থী ছিল।

এটি কি উত্তম?

না, জানাজায় ধীরগতিতে চলা মোটেও উত্তম নয়, বরং এটি মাকরুহ এবং সুন্নাহ পরিপন্থী। ইসলামি শরিয়তে জানাজার বিধান হলো মৃতকে দ্রুত তার গন্তব্যে (কবর) পৌঁছে দেওয়া। ধীরগতিতে চলা ইহুদি ও নাসারাদের সাদৃশ্য বহন করে। রাসুলুল্লাহ (সা.) তাদের বিরোধিতা করার নির্দেশ দিয়েছেন।

ইমাম ইবনে মাসউদ (রা.) একবার লোকদের ধীরে চলতে দেখে বলেছিলেন:

مَا لِي أَرَاكُمْ تَمْشُونَ مَشْيَ الْيَهُودِ وَالنَّصَارَى؟

অর্থ: তোমাদের কী হলো যে আমি তোমাদের ইহুদি ও খ্রিস্টানদের মতো (ধীরে) চলতে দেখছি?

হুকুম:

হানাফি ফকিহদের মতে, জানাজায় স্বাভাবিকের চেয়ে একটু দ্রুত হাঁটা সুন্নাত। তবে দৌড়ানো যাবে না। আর ইচ্ছাকৃতভাবে ধীরগতিতে চলা 'খিলাফে সুন্নাত' বা সুন্নাহ বিরোধী কাজ। কারণ এতে জানাজা দাফনে বিলম্ব হয়, যা শরিয়তে কাম্য নয়। রাসুল (সা.) বলেছেন: "আসরিয়েউ বিল জানাজা" (তোমরা জানাজা নিয়ে দ্রুত চলো)।

---

২. আবু বকরা (রা.) কেন জানাজায় ধীরগতিতে চলা লোকদের ধমক দিয়েছিলেন বা প্রতিবাদ করেছিলেন? (لمانا أنكر أبو بكرة على من يمشون مشيا لينا في الجنازة؟)

উত্তর:

হযরত আবু বকরা (রা.) ছিলেন একজন জলিলুল কদর সাহাবি। তিনি যখন দেখলেন লোকেরা জানাজা বহনের সময় রাসুলুল্লাহ (সা.)-এর শেখানো পদ্ধতি বাদ দিয়ে নতুন পদ্ধতি (ধীরগতি) অবলম্বন করছে, তখন তিনি চুপ থাকতে পারেননি। তাঁর প্রতিবাদের কারণগুলো নিম্নরূপ:

১. সুন্নাহর সংরক্ষণ:

সাহাবায়ে কেরাম রাসুলুল্লাহ (সা.)-এর সুন্নাহর ব্যাপারে বিন্দুমাত্র আপস করতেন না। তিনি জানতেন যে, নবীজি (সা.)-এর আমল ছিল 'দ্রুত চলা'। তাই ধীরগতিতে চলাকে তিনি বিদআত বা সুন্নাহর পরিবর্তন হিসেবে দেখেছেন। তিনি চেয়েছিলেন সমাজ থেকে এই ভুল প্রথা দূর হোক এবং মানুষ সঠিক সুন্নাহর ওপর আমল করুক।

২. বিজাতীয় সংস্কৃতির বিরোধিতা:

তৎকালীন সমাজে আহলে কিতাবদের (ইহুদি-খ্রিস্টান) প্রভাবে জানাজায় ধীরগতিতে চলার রেওয়াজ শুরু হয়েছিল। তারা এটাকে শোকের বহিঃপ্রকাশ মনে করত। আবু বকরা (রা.) এই বিজাতীয় সংস্কৃতির অনুপ্রবেশে শঙ্কিত ছিলেন। তাই তিনি কঠোর ভাষায় ধমক দিয়ে (ইনতাহারাহুম) তাদের সতর্ক করেছেন।

৩. মৃতের হকের প্রতি অবহেলা:

জানাজা দাফনে বিলম্ব করা মৃতের জন্য কষ্টদায়ক হতে পারে (যদি সে নেককার হয়, তবে সে জান্নাতে যেতে দেরি করছে)। ধীরগতিতে চলা মানেই দাফনে বিলম্ব করা। আবু বকরা (রা.) এই অবহেলা মেনে নিতে পারেননি।

দলিল:

তিনি ধমক দিয়ে বলেছিলেন: "লাকাদ রায়াইতুনা নাতমুলু বিহা..." (আমি আমাদের দেখেছি আমরা দ্রুত চলতাম)। অর্থাৎ তিনি নিজের ব্যক্তিগত মত নয়, বরং রাসুল (সা.)-এর প্র্যাকটিক্যাল আমলকে দলিল হিসেবে পেশ করেছেন। এটি প্রমাণ করে যে, সমাজে কোনো ভুল প্রথা চালু হলে আলেমদের উচিত উচ্চস্বরে তার প্রতিবাদ করা।

---

৩. "আমরা নবীজির সাথে রমল করতাম"—এই কথার অর্থ কী? এবং এর দ্বারা কী প্রমাণিত হয়? (ما معنى نرمل بها مع النبي (ص) "؟ وما دلالته؟)

উত্তর:

'রমল' (الرمل)-এর অর্থ:

'রমল' শব্দের আভিধানিক অর্থ হলো ছোট ছোট কদমে দ্রুত দৌড়ানো এবং কাঁধ দুলিয়ে বীরদর্পে চলা। হজ্জের সময় তাওয়াফের প্রথম তিন চক্করে হাজিরা যা করেন, তাকে 'রমল' বলে।

কিন্তু জানাজার হাদিসে ব্যবহৃত 'রমল' শব্দটি তার আভিধানিক বা হজ্জের পারিভাষিক অর্থে ব্যবহৃত হয়নি। এখানে এর অর্থ হলো 'আল-ইসরা' (الإسراع) বা দ্রুত হাঁটা।

অর্থাৎ, দৌড়ানো এবং ধীর হাঁটার মাঝামাঝি গতি। মুহাদ্দিসিনে কেরাম বলেন, আবু বকরা (রা.) 'রমল' শব্দটি ব্যবহার করেছেন 'ধীরগতি'র সম্পূর্ণ বিপরীত চিত্র বোঝানোর জন্য, আক্ষরিক অর্থে দৌড়ানো বোঝানোর জন্য নয়।

এর দ্বারা যা প্রমাণিত হয় (দালালাত):

১. সুন্নাহর গতি: এই হাদিস প্রমাণ করে যে, রাসুলুল্লাহ (সা.)-এর যুগে জানাজা বহনের গতি ছিল বেশ দ্রুত। এটি সাহাবিদের 'আমলে মুতাওয়ারাস' (ধারাবাহিক আমল)।

২. জড়তা পরিহার: ইসলামি জানাজা কোনো শোকমিছিল নয় যেখানে মানুষ নিস্তেজ হয়ে হাঁটবে। বরং এটি একটি দায়িত্ব পালনের কাজ যেখানে কর্মচঞ্চলতা ও দ্রুততা কাম্য।

৩. দৌড়ানোর নিষেধাজ্ঞা: যদিও 'রমল' শব্দ আছে, কিন্তু অন্য হাদিস ও ইজমা দ্বারা প্রমাণিত যে জানাজা নিয়ে দৌড়ানো মাকরুহ। কারণ এতে লাশ

পড়ে যাওয়ার বা অপমানিত হওয়ার আশঙ্কা থাকে। তাই এখানে রমল মানে 'দ্রুত হাঁটা'।

দলিল:

ইমাম তাহাবি (রহ.) বলেন, এখানে রমল দ্বারা উদ্দেশ্য হলো—"তাড়াতাড়ি চলা, যা দৌড়ানোর পর্যায়ে পৌঁছায় না।"

---

৪. হাদিসটি কি প্রমাণ করে যে জানাজায় দ্রুত চলা সুন্নাত? এবং কেন? (هل يدل الحديث على أن الإسراع في الجنازة سنة؟ ولماذا؟)

উত্তর:

হুকুম:

হ্যাঁ, এই হাদিস এবং এ সংক্রান্ত অন্যান্য হাদিস সুস্পষ্টভাবে প্রমাণ করে যে, জানাজার খাটিয়া বহন করার সময় দ্রুত চলা সুন্নাত বা মুস্তাহাব। ইমাম আবু হানিফা, শাফেয়ি, মালিক ও আহমদ (রহ.)—সকল ইমাম এ ব্যাপারে একমত। তবে এই দ্রুততা যেন দৌড়ানোর পর্যায়ে না যায়।

কেন দ্রুত চলা সুন্নাত? (হেকমত ও কারণ):

এর পেছনে রাসুলুল্লাহ (সা.) চমৎকার মনস্তাত্ত্বিক ও আধ্যাত্মিক কারণ উল্লেখ করেছেন।

হযরত আবু হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত হাদিসে রাসুলুল্লাহ (সা.) বলেন:

أَسْرِعُوا بِالْجِنَازَةِ، فَإِنْ تَكُ صَالِحَةً فَخَيْرٌ تُقَدِّمُونَهَا، وَإِنْ يَكُ سِوَى ذَلِكَ فَشَرٌّ تَضَعُونَهُ عَنْ رِقَابِكُمْ

অর্থ: তোমরা জানাজা নিয়ে দ্রুত চলো। কারণ, যদি সে নেককার হয়, তবে তোমরা তাকে কল্যাণের (জান্নাতের) দিকে দ্রুত পৌঁছে দিচ্ছ। আর যদি সে

অন্য কিছু (বদকার) হয়, তবে তোমরা একটি আপদ বা বোঝা নিজেদের কাঁধ থেকে নামিয়ে দিচ্ছ। (সহিহ বুখারি ও মুসলিম)

বিশ্লেষণ:

১. মৃতের কল্যাণ: নেককার ব্যক্তি মৃত্যুর পর আল্লাহর পুরস্কার পাওয়ার জন্য ব্যাকুল থাকে। তাকে ধীরে নিয়ে যাওয়া মানে তাকে অপেক্ষার কষ্টে রাখা।

২. জীবিতদের সুরক্ষা: বদকার ব্যক্তি আল্লাহর আজাবের উপযুক্ত। এমন অভিশপ্ত বোঝা বেশিক্ষণ কাঁধে রাখা জীবিতদের জন্য অকল্যাণকর। তাই তাকে দ্রুত দাফন করাই শ্রেয়।

৩. দৃশ্যমান সম্মান: লাশ বেশিক্ষণ বাইরে থাকলে পচে যাওয়ার বা দুর্গন্ধ বের হওয়ার আশঙ্কা থাকে। দ্রুত দাফন করা লাশের সম্মানের (সতর) অন্তর্ভুক্ত।

---

৫. জানাজায় চলার পদ্ধতি নিয়ে সাহাবিদের মতপার্থক্য আমরা কীভাবে বুঝব? এটি কি বৈপরীত্যমূলক নাকি বৈচিত্র্যমূলক? (كيف نفهم اختلاف الصحابة في طريقة المشي بالجنازة؟ وهل هو اختلاف تنوع أم تضاد؟)

উত্তর:

জানাজায় চলার গতি নিয়ে সাহাবিদের বর্ণনায় বাহ্যিক কিছু ভিন্নতা দেখা যায়। যেমন:

- **আবু বকরা (রা.):** তিনি 'রমল' বা দ্রুত চলার কথা বলেছেন।
- **ইবনে মাসউদ (রা.):** তিনি 'রমল' করতে নিষেধ করেছেন এবং স্বাভাবিক দ্রুততার কথা বলেছেন। তিনি বলতেন: "তোমরা কি জানাজা নিয়ে দৌড়াবে?"

মতপার্থক্য নিরসন (তাওফিক):

এই মতপার্থক্যটি 'ইখতিলাফে তাদাদ' (পরস্পর বিরোধী) নয়, বরং এটি 'ইখতিলাফে তানাওউ' (বর্ণনার বৈচিত্র্য) বা 'ইখতিলাফ ফিদ-দারাজাত' (মাত্রার ভিন্নতা)।

১. রমলের ব্যাখ্যায় ভিন্নতা:

যাঁরা (যেমন আবু বকরা রা.) 'রমল' বা দ্রুততার কথা বলেছেন, তাঁরা 'ধীরগতি'র (Mashi Layyin) বিরোধিতা করেছেন। তাঁরা বোঝাতে চেয়েছেন যে, ইহুদিদের মতো আস্তে চলা যাবে না।

আর যাঁরা (যেমন ইবনে মাসউদ রা.) 'রমল' বা দৌড়াতে নিষেধ করেছেন, তাঁরা অতিরিক্ত দ্রুততা বা লাফালাফিকে নিষেধ করেছেন, যাতে লাশের অবমাননা না হয়।

২. সামঞ্জস্য:

উভয় পক্ষের সাহাবিদের মূল উদ্দেশ্য এক। তা হলো—"মধ্যপন্থী দ্রুততা"।

- খুব আস্তে চলা যাবে না (আবু বকরার মত)।
- আবার দৌড়ানোও যাবে না (ইবনে মাসউদের মত)।
- বরং 'দ্রুত পায়ে হাঁটা'—এটাই উভয় পক্ষের সারমর্ম।

ইমাম তাহাবির মত:

ইমাম তাহাবি (রহ.) বলেন, আবু বকরা (রা.) যে 'রমল'-এর কথা বলেছেন, তা কোনো বিশেষ পরিস্থিতির কারণে হতে পারে (যেমন কবরস্থান দূরে ছিল বা সময় কম ছিল), অথবা তিনি 'রমল' শব্দ দিয়ে কেবল 'দ্রুত হাঁটা' বুঝিয়েছেন। সুতরাং সাহাবিদের মধ্যে মৌলিক কোনো বিরোধ নেই।

---

৬. সুন্নাহর আলোকে জানাজা দ্রুত নিয়ে যাওয়ার হেকমত বা প্রজ্ঞা কী? (ما الحكمة من الإسراع بالجنازة في ضوء السنة النبوية؟)

উত্তর:

রাসুলুল্লাহ (সা.)-এর সুন্নাহ অনুযায়ী জানাজা দ্রুত বহন ও দাফন করার পেছনে গভীর প্রজ্ঞা (হেকমত) রয়েছে। এর কয়েকটি দিক হলো:

১. ইকরামুল মায়্যিত (মৃতের সম্মান):

আরবি প্রবাদ আছে: "ইকরামুল মায়্যিতি দাফনুহু" (মৃতের সম্মান হলো তাকে দ্রুত দাফন করা)। লাশ বেশিক্ষণ রেখে দিলে তার চেহারা বিবর্ণ হতে পারে বা শরীরে পরিবর্তন আসতে পারে, যা জীবিতদের মনে ঘৃণার উদ্রেক করতে পারে। দ্রুত দাফন করলে এই অপমান থেকে মৃত ব্যক্তি রক্ষা পায়।

২. রুহানি প্রশান্তি:

নেককার রুহ তার রবের সাথে সাক্ষাতের জন্য উন্মুখ থাকে। হাদিসে এসেছে, নেককার লাশ বহনকারীদের বলতে থাকে, "আমাকে এগিয়ে দাও, আমাকে এগিয়ে দাও (কদদিমুনি)!" এই আধ্যাত্মিক আহ্বানে সাড়া দিয়ে তাকে দ্রুত কবরে পৌঁছে দেওয়া জীবিতদের দায়িত্ব।

৩. জীবনের অসারতা উপলব্ধি:

জানাজা দ্রুত চলে যাওয়ার দৃশ্য জীবিতদের মনে এই বার্তা দেয় যে, জীবন কত দ্রুত ফুরিয়ে যায়! মানুষ যেন এই দৃশ্য দেখে নিজেদের আখেরাতের প্রস্তুতির কথা স্মরণ করে। ধীরগতিতে চললে মানুষের মনে শোকের চেয়ে আড়ম্বরপূর্ণ মনোভাব বেশি জাগে।

৪. শরিয়তের বিধান পালন:

ইসলাম বৈরাগ্যবাদ বা দীর্ঘ শোক পালনকে সমর্থন করে না। মৃত্যু জীবনেরই একটি অংশ। তাই জানাজা দ্রুত শেষ করে জীবিতদের স্বাভাবিক কর্মজীবনে ফিরে যাওয়ার ইঙ্গিত এতে রয়েছে।

৭. মৃত ব্যক্তি বা তার পরিবারের অবস্থার ওপর ভিত্তি করে জানাজা বহনের গতি পরিবর্তন করা কি জায়েজ? আলোচনা করো। (هل يجوز تغيير طريقة المشي بالجنازة حسب حال الميت أو أهل الميت؟ ناقش ذلك)

উত্তর:

জানাজা বহনের মূল সুন্নাহ হলো 'দ্রুত হাঁটা'। তবে ইসলাম একটি বাস্তবসম্মত জীবনব্যবস্থা। বিশেষ পরিস্থিতিতে বা ওজরের কারণে এই গতি পরিবর্তন করা জায়েজ এবং ক্ষেত্রবিশেষে জরুরি হতে পারে। একে ফিকহের পরিভাষায় 'দারুরাত' (প্রয়োজনীয়তা) বলা হয়।

পরিবর্তন জায়েজ হওয়ার ক্ষেত্রসমূহ:

১. লাশের অবস্থা (শারীরিক):

যদি লাশ খুব ভারী হয়, অথবা শরীর পচে গলে যাওয়ার উপক্রম হয়, অথবা কোনো দুর্ঘটনায় ক্ষতবিক্ষত হয়—এমন অবস্থায় দ্রুত হাঁটলে লাশের ক্ষতি হতে পারে বা হাড়গোড় নড়ে যেতে পারে। তখন লাশের সম্মানের স্বার্থে ধীরে এবং সাবধানে হাঁটা ওয়াজিব। কারণ 'মৃতের সম্মান রক্ষা' দ্রুত হাঁটার সুন্নাতের চেয়ে বেশি গুরুত্বপূর্ণ।

২. জনসমাগম বা ভিড়:

যদি জানাজায় মানুষের ভিড় খুব বেশি হয় এবং দ্রুত চলতে গেলে ধাক্কাধাক্কি বা পদদলিত হওয়ার আশঙ্কা থাকে, তবে ধীরে চলাই বুদ্ধিমানের কাজ। মানুষের কষ্ট দেওয়া ইসলামে হারাম।

৩. বহনকারীদের দুর্বলতা:

যদি বহনকারীরা বৃদ্ধ বা দুর্বল হন এবং কবরস্থান অনেক দূরে হয়, তবে তাদের সামর্থ্য অনুযায়ী ধীরগতিতে চলা জায়েজ।

৪. পরিবারের আবেগ:

সাধারণত আবেগের কারণে শরিয়তের বিধান (দ্রুত চলা) লঙ্ঘন করা উচিত নয়। কিন্তু যদি পরিস্থিতি এমন হয় যে, একটু ধীরে চললে মৃতের মা বা স্ত্রী শেষবারের মতো দেখার সুযোগ পাবেন বা সান্ত্বনা পাবেন, তবে সামান্য ধীরগতি বা অপেক্ষা দোষের নয়। কিন্তু একে প্রথায় পরিণত করা যাবে না।

সিদ্ধান্ত: স্বাভাবিক অবস্থায় দ্রুত চলাই নিয়ম। ওজরের ক্ষেত্রে ধীরে চলা জায়েজ।

---

৮. আদব (শিষ্টাচার) এবং ইত্তেবা (অনুসরণ)-এর আলোকে জানাজায় ধীরগতি ও দ্রুতগতির মধ্যে কীভাবে সমন্বয় করা যায়? (كيف يمكن التوفيق بين المشي اللين والمشي السريع في الجنازة من حيث الأدب والاتباع؟)

উত্তর:

জানাজায় হাঁটার ক্ষেত্রে দুটি বিষয় লক্ষ্যণীয়:

১. ইত্তেবা: রাসুল (সা.)-এর অনুসরণ (দ্রুত চলা)।

২. আদব: লাশের প্রতি সম্মান ও গাম্ভীর্য বজায় রাখা (ঝাঁকুনি না দেওয়া)।

এই দুটির মধ্যে সমন্বয় বা ভারসাম্য (তাওফিক) করাই হলো প্রকৃত ফিকহ।

সমন্বয়ের পদ্ধতি (আল-ওয়াসাত বা মধ্যপন্থা):

- দ্রুততা হবে হাঁটার মধ্যে, দৌড়ানোর মধ্যে নয়:

এমন গতিতে হাঁটতে হবে যা সাধারণ হাঁটার চেয়ে দ্রুত, কিন্তু দৌড়ানোর পর্যায়ে যাবে না। একে ফকিহগণ বলেন 'খাবাব' (দ্রুত পদচারণা)। এটিই রাসুল (সা.)-এর 'ইত্তেবা'।

- মসৃণতা (Smoothness):

দ্রুত হাঁটার সময় খেয়াল রাখতে হবে যেন খাটিয়া বেশি না দুলতে থাকে। কাঁধ পরিবর্তন বা পা ফেলার সময় সতর্কতা অবলম্বন করতে হবে। এটিই হলো লাশের প্রতি 'আদব'।

- বর্জনীয় দিক:

ইহুদিদের মতো একদম ধীরে চলা যেমন 'ইত্তেবা' বিরোধী, তেমনি দৌড়ে লাশকে ঝাঁকুনি দেওয়া 'আদব' বিরোধী।

বাস্তব উদাহরণ:

সাহাবিরা বলতেন, "আমরা যখন রাসুল (সা.)-এর সাথে জানাজায় যেতাম, তখন আমরা প্রায় দৌড়ানোর কাছাকাছি হাঁটতাম, কিন্তু লাশ স্থির থাকত।"

সুতরাং, সর্বোত্তম পন্থা হলো—এমন গতি বজায় রাখা যা দেখে মনে হবে মানুষ কোনো গুরুত্বপূর্ণ কাজে যাচ্ছে (অলসতা নেই), কিন্তু তাতে কোনো বিশৃঙ্খলা বা লাশের অসম্মান নেই। এই ভারসাম্যপূর্ণ গতিই কাম্য।